



228025 - নামাযেরে সজিদা সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে হওয়ার পর ভুলক্রমে সহু সজিদা না দিলে সে নামাযেরে হুকুম কবি?

প্রশ্ন

জনকৈ ব্যক্তির নামাযে সজিদা সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে হয়ছে। তিনি শাইখ বনি বাযেরে ফতোয়ার আলোকে একীনেরে (নশ্চিতি জ্ঞানরে) উপর নরিভর করে অতিরিক্ত একটা সজিদা দয়িছেনে। সালাম ফরোনোর পর আর কোন সহু সজিদা দনেনি। তিনি মনে করছেনে তাকে আর কোন সজিদা দতি হবো না। তার নামায কি সহি হল?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে ব্যক্তি নামাযেরে সজিদা সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে পড়ছেনে; অর্থাৎ তিনি কি এক সজিদা দয়িছেনে; না দুই সজিদা দয়িছেনে এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দবে পড়ে যান তাহলে তিনি একীনেরে (নশ্চিতি জ্ঞানরে) উপর নরিভর করবনে। একীন হচ্ছে- ছোট সংখ্যাটা হিসাব করা। তাই তিনি শুধু একটা সজিদা দয়িছেনে ধরে নিয়ে দ্বিতীয় সজিদাটা আদায় করবনে। এরপর সালাম ফরোনোর আগে সহু সজিদা দয়িে নয়ো উত্তম। এটা শাইখ বনি বায (রহঃ) এর অভিমত।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন: “আর যদি সন্দেহেটা নামাযেরে মধ্যে হয় তাহলে সে ব্যক্তি একীনেরে উপর নরিভর করবে এবং সজিদাটা আদায় করবে। যদি সন্দেহে হয় এক সজিদা দয়িছে, নাকি দুই সজিদা দয়িছে তাহলে সে ব্যক্তি দ্বিতীয় সজিদাটা আদায় করবে। এটা প্রথম, কথিবা দ্বিতীয়, কথিবা তৃতীয় কথিবা চতুর্থ যে রাকাতরে ক্বতেরে হোক না কনে। এরপর সালাম ফরোনোর পূর্বে সহু সজিদা দবি; যদি সালাম ফরোনোর পরেও দয়ে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে আগে দয়োই উত্তম”। [শাইখ বনি বাযেরে ফতোয়াসমগ্র (১১/৩০) থেকে সমাপ্ত]

আর কোন কোন আলমেরে মতে, নামাযেরে কোন রুকন আদায়ে সন্দেহে হওয়া নামাযেরে রাকাত সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে হওয়ার মত। যদি সন্দেহকারীর কাছে কোন একটা সম্ভাবনাকে অগ্রগণ্য মনে না হয় তাহলে সে ব্যক্তি একীনেরে উপর নরিভর করবে; একীন হচ্ছে ছোট সংখ্যাটা হিসাব করা। এ অবস্থায় সে ব্যক্তি সালাম ফরোনোর পূর্বে সহু সজিদা আদায় করবে।

আর যদি তার কাছে কোন একটা সম্ভাবনাকে অগ্রগণ্য মনে হয় তাহলে সে ব্যক্তি তার কাছে যে সম্ভাবনাটা অগ্রগণ্য মনে



হয় সটোর উপর নর্ভর করে নামায চালিয়ে যাবে এবং সালাম ফরানোর পূর্বে সহু সজিদা দবিবে।

মুরদাওয়ী (রহঃ) বলেন:

“গ্রন্থকারের বক্তব্য: কারো কোন একটি রুকন ছুটে গেছে সন্দেহে হওয়া সবে রুকন আদৌ পালন না করার মত এটাই মাযহাবের অভিমত। মাযহাবের অধিকাংশ আলমে এ মতটি গ্রহণ করছেন। তাদের অনেকে এ মতটিকে অকাট্য বলছেন। কারো কারো মতে, এ মাসয়ালাটি কোন একটি রাকাত ছেড়ে দেয়ার মাসয়ালায় সাথে কয়াসযোগ্য। তাই সবে ব্যক্তি নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবে এবং প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করবে।”[আল-ইনসাফ (২/১৫০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“যদি কারো কোন একটি রুকন ছুটে গেছে সন্দেহে হয় সটো কোন রুকন ছেড়ে দেয়ার মতই”। অর্থাৎ সবে ব্যক্তি যদি সন্দেহে করে যে, সবে ক'রুকনটি আদায় করেছে নাকি আদায় করেনি তার হুকুম হবে যে ব্যক্তি আদৌ রুকনটি আদায় করেনি সবে ব্যক্তির হুকুমে মত। এর উদাহরণ হচ্ছে- কোন মুসল্লি দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর পর তার সন্দেহে হল সবে ক' সজিদা দুইটা দিচ্ছে নাকি একটা দিচ্ছে...? কোন ক'ছি আদায় না-করার সন্দেহে ঐ কাজটি আদৌ না-করার মত। কারণ কোন ক'ছি না-করা নিয়ে যখন সন্দেহে হয় তখন সবে জনিসিরে মূল অবস্থা হচ্ছে— না-করা। কিন্তু তার যদি প্রবল ধারণা হয় যে, সবে রুকনটি আদায় করেছে তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী সবে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নীতিগতভাবে সবে রুকনটি আদায় করেছে ধরা হবে এবং তাকে এ রুকনটি পুনরায় আদায় করতে হবে না। কারণ আমরা ইতপূর্বে উল্লেখ করছি যে, যদি ক'টে নামাযের সংখ্যা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ববে পড়ে তাহলে সবে ব্যক্তি তার প্রবল ধারণার উপর নর্ভর করবে। তবে সালাম ফরানোর পর তাকে সহু সজিদা দিতে হবে।[আল-শারহুল মুমতী (৩/৩৮৪) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

আলমেগণ উল্লেখ করছেন, ভুলক্রমে যে ব্যক্তির সহু সজিদা ছুটে গেছে যদি খুব বেশি বলিম্ব না হয় তাহলে সবে তখন সটো কাযা করে নবিবে। আর যদি দীর্ঘ সময় বলিম্ব হয় তাহলে মুসল্লির উপর থেকে সহু সজিদা আদায় করার দায়িত্ব বাদ যাবে এবং তার নামায সহি হবে।

আল-বুহুতী (রহঃ) বলেন:

“ক'টে যদি সালামের আগে আদায় করা মুস্তাহাব এমন কোন সহু সজিদা দিতে ভুলে যায়; সবে সহু সজিদাটি যদি ওয়াজবি হয় তাহলে সবে ব্যক্তি ওয়াজবি হিসেবে এটাকে কাযা করে নবিবে। আর যদি অন্য কোন নামায শুরু করে দেয় তাহলে ঐ নামাযের সালাম ফরানোর পর সহু সজিদা কাযা করবে; যদি এর মধ্যবে বেশি বলিম্ব না হয়; ওজু না ভাঙলে এবং মসজিদি থেকে বের না হয়। যহেতে সজিদাটি আদায় করার সময় এখনো আছে। আর যদি প্রথা অনুযায়ী খুব দরৌ হয়ে যায়, ক'বি ওজু ছুটে যায় ক'বি



মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে সহু সজিদা আর কাযা করা যাবে না। যহেতে এটি আদায় করার সময় অতবাহতি হয়ে গেছে। তবে তার নামায় শুদ্ধ হবে। যমেন অন্য য়ে কোনে ওয়াজবি ভুলক্রমে পরতিয়াগ করলেও নামায় শুদ্ধ হয়।”[মুনতাহাল ইরাদাত (১/২৩৫) থেকে সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি এ মাসয়ালার বখান জানে না এমন ব্যক্তি ও জনে ভুলকারী উভয়েরে জন্য হুকুম অভিন্ন।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটির ফতোয়া সমগ্র খণ্ড-২ (৬/১০) তে এসছে-

যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সহু সজিদা ছড়ে দিয়ে তাহলে তার নামায় বাতলি হয়ে যাবে এবং তাকে পুনরায় নামায় পড়তে হবে। আর যদি ভুলক্রমে কথিবা অজ্ঞেতাবশত ছড়ে দিয়ে তাহলে তাকে পুনরায় নামায় পড়তে হবে না। তার নামায় সহহি।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিলি যে,

যদি কেউ নামায়ের রাকাতে বেশি করে কথিবা কম করে এবং সহু সজিদা না দিয়ে তাহলে তার নামায় কি বাতলি হয়ে যাবে?

তনি জবাবে বলেন:

এক্ষেত্রে বসিতারতি বশিলষণ প্রয়োজন। যদি সে ব্যক্তি সহু সজিদা দায়ের হুকুম জানার পরও নামায়ের মধ্য

ইচ্ছাকৃতভাবে সহু সজিদা না দিয়ে তাহলে তার নামায় বাতলি হয়ে যাবে। আর যদি অজ্ঞেতাবশত কথিবা ভুলক্রমে সহু সজিদা না দিয়ে তাহলে তার নামায় শুদ্ধ হবে...।[নুরুন আলাদ-দারব ফতোয়াসমগ্র থেকে সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।